দৈনিক সংবাদ

01 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 3

143

দায়ী কে?

আমি তেজগাঁও কলেজের নৈশ বিভাগের একজন ছাত্র এবং প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরিজীবী সারাদিন অফিস করে রাতে লেখাপড়া চালানো কত যে কষ্টকর তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। আমি গত ১৯৮৬সালে আগষ্টের ১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বি, এ (পাস) পরীক্ষায় সরকারী বাংলা কলেজ কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করি এবং যথারীতি পরীক্ষা সম্পূর্ণ করি। পরীক্ষা দিয়ে আমি নিশ্চিত আশাবাদি যে ২য় বিভাগে পাস করবো এবং সেই আশায় পরীক্ষার ফলাফলের জন্য দীর্ঘ ৯ মাস অপেক্ষা করি। শেষে বহু প্রতিক্ষিত ফলাফল যখন যে, ১৯৮৭-তেবের হলো তখন সত্যিই মর্মাহত হলাম। পরীক্ষার ফলাফলে আমার রোল নম্বরই নেই। এরপর, নম্বরপত্রের অপেক্ষায় থাকলাম। শেষে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন নম্বরপত্র পেলাম তাতে সমাজ কল্যাণ ১ম পত্র ছাড়া বাকী ৯টি পত্রের মোট ৪১৫ নম্বর দেওয়া আছে এবং সমাজকল্যাণ ১ম পত্রের কোন নম্বর দেওয়া নেই। ফলাফলপত্রে লেখা "স্থগিত" তখন এই স্থগিতের কারণ খুজতে গিয়ে আমাদের একজন শিক্ষক উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-১-এর নিকট থেকে জানতে পান যে, কতগুলো খাতা পাওয়া যাচ্ছে না; সুতরাং খাতা পাওয়া গেলে এদের ফলাফল পরে জানানো হবে। আমার ব্যাপারে বললেন যে, যদি সমাজ কল্যাণ ১ম পত্রের খাতা না পাওয়া যায় তাহলে অন্য দুই পত্রের প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী গড়ে দেয়া হবে (আমার ২য় পত্রে ৪৫ এবং ৩য় পত্রে ৪৩) সেই সঙ্গে মৌখিকভাবে আরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, আমি নিশ্চিত ২য় বিভাগ পাব যেহেতু আমার অন্য ৯টি পত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বর ৪১৫ এবং সমাজ কল্যাণ ১ম পত্রে গড়ে ৪৪ নম্বর দিলে মোট নম্বর হয় ৪৫৯।

কিন্তু খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে (পত্র সংখ্যা ২২৪১-৪২, ফ/প, তাং ১৮-৭-৮৭ ইং) পত্র দিয়ে জানানো হয় যে, রোল নং ১৭১০৮ (আমার) এর সমাজকল্যাণ ১ম পত্র অনুপস্থিত বিধায় সে 'রেফার্ড'। অথচ, রেফাড বিষয়সমূহের পরীক্ষা ঐ পত্র পাঠানোর চল্লিশ দিন আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছে (তাং ২৮-৬-৮৭ ইং)। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, রেফার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রায় দেড়মাস পর আমাকে জানানো হয় যে আমি (১৭১০৮, রোলধারী) রেফার্ড। অর্থাৎ, রেফার্ড পরীক্ষায় আমাকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলো না।

এই পত্রে আমাকে অনুপস্থিত (সমাজ কল্যাণ ১ম পত্র) দেখানোয় আমি কলেজের ২ জন শিক্ষকসহ রেজিষ্ট্রার ভবনে যাই এবং উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-১ এবং সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-১-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁরা এ বিষয়ে তদন্ত করতে রাজী হন।

তারপর আমি ২০-৯-৮৭ এবং ২৩-৯-৮৭-তে রেজিষ্ট্রার ভবনে গিয়ে তদন্তের ফলাফল জানতে চাই। তখন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-১ আমাকে জানান যে,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সমস্যা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সমস্যা এক নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক অফিসার ও কর্মচারিগণের জন্য পৃথক পৃথক বাস চালু রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ২৫টি বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। যদিও এর মাঝে প্রায় অনেকগুলো বিকল অবস্থায় থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মূল বেতনের সাথে পরিবহন ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা নেয়া হয়, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়—এখানে কোন কার্ড প্রথা চালু নেই। এমনকি পরিচয়পত্রখানাও দেখার ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্র ছাত্রী নয় এমন অনেক বহিরাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে উঠে যাতায়াত করছে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বাসের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে, জানালা ধরে অথবা বাদুড়ঝোলার মত যাতায়াত করতে হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, কার্ড প্রথা চালু করে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত সহজতর করা হয়। তবেই হয়ত পরিবহন সমস্যা দূর হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত থেকে পরিত্রাণ পাবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই সকল সমস্যাবলী নিরসন করা হয়।

মোঃ সায়েদুল ইসলাম, মোঃ মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী,
১ম বর্ষ সম্মান,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।